সংবাদ

তারিখ 03 NOV 2017
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৬

বেরিয়ে আসছে মেহেন্দিগঞ্জ প্রা. শিক্ষাকর্তার নানা দুর্নীতির তথ্য

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

ঘুষের টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে বরিশাল জেলার আক্তারুজ্জামান মিলনকে অবরুদ্ধ করার পর এবার তার নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য বের হতে শুরু করেছে। এনিয়ে বিশেষ অনুসন্ধানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আক্তারুজ্জামান মিলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন করে বদলি বাণিজ্য, ডিপিইএড প্রশিক্ষণে টাকার বিনিময়ে পছন্দের শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রেরন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের বরাদ্দকৃত টাকা থেকে কমিশন আদায়সহ বিস্তার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক জানান, ২০১৬ সালের মে মাসে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে আকতারুজ্জামান মিলন মেহেন্দীগঞ্জে যোগদান করেন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলি করার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও তিনি (উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার) সরকারি বিধান লঙ্ঘন করে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে কনিষ্ঠ শিক্ষকদের সুবিধামত স্কুলে বদলি বাণিজ্যে মেতে ওঠেন। শিক্ষকরা আরও জানান, ওই শিক্ষা অফিসার ডিপিইএড প্রশিক্ষণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে উৎকোচ গ্রহণ করে পছন্দের শিক্ষকদের নামের তালিকা পাঠিয়েছেন। উপজেলার মহিষা বাংলাবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সফিকুর রহমান, পূর্ব কাজিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানসহ একাধিক শিক্ষক জানান, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ১৮টি স্কুলে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ আসার পর ভ্যাট ও কর বাদ দিয়ে শিক্ষা অফিসার তার কমিশন বাবদ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ২৮টি স্কুলের জন্য এক লাখ টাকা করে বরাদ্দ আসার পর সেখান থেকেও ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শিক্ষকরা বলেন, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের মাধ্যমে স্কুলের মেরামত কাজের তদারকিসহ কাজের শেষে প্রত্যয়ন নিয়ে বিল দেয়ার সরকারী বিধান থাকলেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যয়ন ছাড়াই স্কুলের বিলগুলো তড়িঘড়ি করে ছেড়ে দিয়েছেন।